এ. এল প্রোডাকসনের

সীমান্তিক

16-6-50

কুমারী অমিতাংশুমতী দাস -
Pay - P. Patra.

এ, এল, প্রোডাকসনের দ্বিতীয় নিবেদন

-: সীমান্তিক :-

০ কর্মীবৃন্দ ০

চিত্রনাট্য ও সংলাপ : নারায়ণ গাঙ্গুলী ; কাহিনী : হেমেন্দ্রনাথ দাস ; সুরসৃষ্টি : কালোবরণ দাস, চিত্রায়ণ : রামানন্দ সেনগুপ্ত ; শব্দানুলেখন : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ; গীতিকার : রমেন চৌধুরী ; শিল্প নির্দ্দেশক : দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ; সম্পাদনা : বিশ্বনাথ নায়ক ; ব্যবস্থাপনা : জিতেন গল ; রূপসজ্জা : রামু ; সাজসজ্জা : নারায়ণ ; তড়িৎ নিয়ন্ত্রণ : প্রভাস ভট্টাচার্য্য ; প্রচারক : চুনী বল ও ফণীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ; স্থির-চিত্র : ষ্টীল ফটো সার্ভিস ; নৃত্য পরিকল্পনা : অতীন লাল।

রূপশ্রী ষ্টুডিওতে ০ আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ০

পরিচালনা :
অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়

০ সহকারীবৃন্দ ০

পরিচালনা : বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, পিনাকী মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ চৌধুরী ; চিত্রায়ণ : তারক দাস, প্রমথ দাস ; শব্দানুলেখন : দেবেশ ঘোষ, মৃণাল গুহ-ঠাকুরতা ; শিল্প-নির্দ্দেশ : সুবোধ দাস ; রূপসজ্জা : গণেশ ; সম্পাদনা : গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, দেবু মুখোপাধ্যায়, ললিত রায় ; ব্যবস্থাপনা : ভবানী ঘোষ, বৃন্দাবন দাস ; তড়িৎ নিয়ন্ত্রণ : নরেশ, কমল, ভীষ্ম ও কেষ্ট।

০ চরিত্র-চিত্রণে ০

মলিনা দেবী ০ দীপ্তি রায় ০ প্রীতিধারা ০ শেফালী সরকার ০ রমা ব্যানার্জ্জি ০ শান্তা ০ বিপিন মুখোপাধ্যায় ০ জীবেন বোস ০ শ্যামলাহা ০ নবদ্বীপ ০ অজিত চট্টোপাধ্যায় ০ নরেশ বসু ০ পঞ্চানন ভট্টাঃ ০ জিতেন গল ০ শচীন মিত্র (এ্যাঃ) ০ মোহন চাঁদ ০ বাণী বাবু ০ জীবন মুখোপাধ্যায়, লেতো, মলয় ০ **সাধন সরকার** ও আরও অনেকে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

দি সাইণ্টীফিক্ এণ্ড সার্জ্জিকাল ইকুইপমেণ্টস্,
ইণ্ডিয়ান ফেব্রিকস্, এস, পি, চ্যাটার্জ্জি এণ্ড সন্স

একমাত্র পরিবেশক :
এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রীবিউটার্স লিঃ

সীমান্তিক

(কাহিনী)

এমন এক একটা অদ্ভুত মানুষ পৃথিবীতে কেন যে জন্মায় কে জানে ! বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সুজিত চৌধুরীর ছেলে সে। জন্মাবার পর থেকেই তার নিত্য অভিশাপ—থেকে থেকে তীব্র হাঁপানির টান ওঠে।

বৈজ্ঞানিক আপন ভোলা বাপ। নিজের ল্যাবোরেটরীতে কাজের মধ্যে তন্ময় হ'য়ে থাকেন—নিঃস্বার্থ মানব-কল্যাণই তাঁর ব্রত। শৈশব থেকেই ছেলের মনকে তিনি বিজ্ঞানের আলোয় উজ্জ্বল করে তুলতে চান। উচ্চশিক্ষিতা মা অমলা ছেলেকে আকৃষ্ট করতে চান শিল্পের সাধনায়—গানে, ছবি আঁকায়।

একদিকে বিজ্ঞান, আর একদিকে শিল্প। এই দুধারার মিলনেই তার জীবন গড়ে উঠতে থাকে। শিশু অভিজিতের দৃষ্টির সামনে পৃথিবী অপরূপ বর্ণলেখায় উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে।

কিন্তু তার পরেই আসে বিপর্য্যয়।

এক্সপেরিমেণ্ট করতে গিয়ে ল্যাবোরেটরীতে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে প্রাণ দেন সুজিত। আনন্দিত সুখী সংসারটীর ওপরে নামে দুর্দ্দিনের প্রথম কালোছায়া।

তবু ভেঙে পড়েন না অমলা। স্বামীর অসমাপ্ত সাধনাকে সফল করতে হ'বে সন্তানের মধ্য দিয়ে। সমস্ত প্রাণ ঢেলে তিনি মানুষ করে গড়ে তুলতে চান অভিজিৎকে।

দুরন্ত ছেলে, দুরন্ত তার কৌতূহল—প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক কৌতূহল। গ্রামোফোন রেকর্ড ভেঙে ফেলে দেখতে চায় তার ভেতরে কে গান করে;

ঘড়ি খুলে জানতে চায় তার মধ্যে টিক্ টিক্ করে শব্দ হয় কেন ?

দুষ্টুমির আর শেষ নেই। আর এই কাজে সঙ্গী হয় বাড়ির পুরাণো চাকর নবা।

কিন্তু এই কৌতূহলের জন্যে অভিজিৎকেও চরম মূল্য দিতে হয় শেষ পর্য্যন্ত। বাবার ল্যাবোরেটরীতে জিনিষ পত্র নাড়াচাড়া করতে গিয়ে আর একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসে সে—একখানা পা চিরদিনের মতো পঙ্গু হয়ে যায় তার।

বুকে হাঁপানির টান—একটা পা খোঁড়া। একদিকে বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধি-জাগ্রত মন, অন্যদিকে শিল্পীর তন্ময়তা। অভিজিতের জীবন সুরু হয়।

* * * *

কিন্তু এক পা খোঁড়া বলেই তো সে হার মানবে না কার কাছে। রেসের ঘোড়ার মত দ্রুত গতিতে সে এগিয়ে চলে। প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম হয়—এম, এস, সি পাশ করে রেকর্ড মার্কস নিয়ে।

চলে রিসার্চ্চের কাজ। অধ্যাপকেরা আন্তরিক স্নেহ করেন তাকে। আর এই জন্যেই সহপাঠিরা মর্ম্মান্তিক ঈর্ষ্যা করে। সুযোগ খোঁজে কী ভাবে তাকে জব্দ করবে, অপমান করবে।

অভিজিৎ ওসব তুচ্ছতার আক্রমণে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করে না। তার জীবনের গতি সরল, সহজ, অবধারিত।

তবু সেই সহজ গতির পথেই একদিন আসে বাধা। তার নিভৃত বুকের ভেতরে প্রেমের অঙ্কুর নিঃশব্দে মাথা তুলে ওঠে—শিপ্রাকে ভালবেসেছে অভিজিৎ।

কিন্তু সে ভালবাসাকে প্রকাশ করবার উপায় কই তার ? সে পঙ্গু, সে ব্যাধিগ্রস্ত। শিপ্রার কাছে নিজের দুর্ব্বলতাকে ব্যক্ত করতে পারে না—দীনতায় ম্লান হ'য়ে যায়। মনে পড়ে OSCAR WILDE এর UGLY DWARF এর গল্প। আয়নায় নিজের মুখ দেখে যে বুক ফেটে মরে গিয়েছিল।

ওদিকে সহপাঠিরা চক্রান্ত করে অভিজিৎকে অপমানের উদ্দেশ্যে এক অভিনয়ের আয়োজন করে The Beauty & The Beast ! কিছু না জেনেই সেই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে শিপ্রা। অভিজিৎ ভুল বোঝে—আঘাতে তার বুক যেন চুরমার হ'য়ে যায়।

আঘাতের পরে আবার আঘাত। তার এতদিনের রিসার্চ্চের ফল সব একদিন কেমন করে যেন নষ্ট হ'য়ে যায় তার ড্রয়ার থেকে। এতকাল ধরে যে মা এই অশক্ত পঙ্গু ছেলেটিকে বুক দিয়ে আঁকড়ে রেখেছিলেন, তিনি চোখ বোজেন মৃত্যুশয্যায় ! সর্ব্বশেষে আসে শিপ্রার বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র !

ছিন্ন হয়ে যায় সংসারের শেষ নোঙরটিও। ঝড়ের হাওয়ায় উদ্‌ভ্রান্ত অভিশপ্ত অভিজিৎ ভেসে যায় এক অন্ধকার মহাসমুদ্রে। তার জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে পৃথিবীতে এমন আর কেউ নেই !

* * * *

সব শেষ হয়েও শেষ হয় ?

না।

তাই অভিজিৎকে আবার দেখতে পাওয়া যায় সভ্যতার পরিবেশ থেকে অনেক দূরে—এক পার্বত্য অঞ্চলের অরণ্যঘেরা নির্জন ডাক বাংলোয়। শিল্পী বৈজ্ঞানিক আবার সাধনায় মগ্ন হ'য়ে গেছে। প্রতি বছরে ভারতবর্ষে হাজার হাজার লোক মারা যায় সর্পাঘাতে। এই অপমৃত্যুকে সে রোধ করবে।

সর্প ধরে এক্সপেরিমেণ্ট করে অভিজিৎ। তার সঙ্গী লাট্টু—তারই মতো কুলহারা একটী অনাথ পাহাড়ী ছেলে।

এই সময় আবির্ভাব হয় রেঞ্জার অরুণ ঘোষ আর তাঁর মেয়ে সীমার। প্রথম দৃষ্টিতেই এই অদ্ভুত মানুষটিকে দেখে আকৃষ্ট হয় সীমা।

প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক, কুশলী শিল্পী আর শিশুর মতো মন। তাই যেদিন হঠাৎ হাঁপানির টান উঠে অভিজিৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়ে, আর সীমা নিরুপায় হ'য়ে আসে তার পরিচর্য্যা করতে, সেদিন অভিজিৎ বলে বসে, আপনার স্নেহভরা চোখে আমি যেন আমার মার দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছি।

স্নেহ-সুরভিত প্রেম সীমার মনকে অকস্মাৎ আবিষ্ট করে ফেলে। অকস্মাৎ তার মনে হয় রুগ্ন, অসুস্থ এই প্রতিভাবান মানুষটিকে এমন করে পেছনে ফেলে গেলে ভগবান তাকে অভিশাপ দেবেন।

সীমা মন স্থির করে ফেলে। এই দুর্ভাগা মানুষটির সঙ্গেই বেঁধে নেয় নিজের জীবনের গ্রন্থি। শ্মশানে আসে বসন্তের উৎসব—এতদিন পরে বুঝি সর্বহারা অভিজিৎ সব পেয়েছির দেশে গিয়ে পৌঁছায়।

অশ্রু-আকুল স্বরে অভিজিৎ বলে, এ কী করলে সীমা? কেন তুমি এমন করে আমার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নিলে? রাজপথ ছেড়ে কেন নামলে এই শ্মশানে?

সীমা হাসে : শ্মশানে না এলে কি শ্মশানেশ্বরকে আমি পেতাম ?

কাজে আর কৌতুকে, ধ্যানে আর গানে সেই আরণ্য শৈলবাস স্বপ্নপুরীতে পরিণত হয়—মনে হয় জীবনের পরম-তীর্থে বুঝি ওরা পৌঁছেছে।

ওদিকে অভিজিতের এক্সপেরিমেণ্ট শেষ হ'য়ে এসেছে। আবিষ্কার করেছে সর্পাঘাতের অমোঘ ঔষধ। নিজের ওপর দিয়েই সে তার পরীক্ষা করবে।

সীমা শিউরে বলে : শুধু দুটি দিন অপেক্ষা করো। কাল আমাদের বিবাহ বার্ষিকী। তারপর ——————

* * * *

তারপর ?

...অরণ্যের প্রেতাত্মা জেগে ওঠে হিংস্র ক্ষুধা নিয়ে। একটা সাইক্লোনের দমকায় মিলিয়ে যায় বসন্তের মাধবী কুঞ্জ। দেখা দেয় ধূ ধূ মরুভূমি। অভিজিৎ দাঁড়িয়ে থাকে শ্মশানচারী এক সর্বহারা উন্মাদের মতো।

কিন্তু পরাজয় ?

:না—না। আর সে হার মানবে না ভাগ্যের কাছে। নতজানু হয়ে দীনতা স্বীকার করবে না কোনো অদৃশ্য দেবতার পায়ে। সে নির্ভীক, সে দুর্জয়।

আবার সে এগিয়ে চলে, এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে, এক সীমান্ত থেকে আর এক সীমান্তের সীমান্তিক সৈনিক——

— সঙ্গীতাংশ —

১। ডুয়েট গান

মেয়ে—থামাও মধুর সব কথা
বলবো নাকো বেশ,
রূপ তো অমন—আ মরে যাই,
জোড়া খু জে পাবো কি ছাই
সারাটি এই দেশ !—

ছেলে—রূপ না থাকুক চাইনা হতে
মাকাল ফলের জোড়া,
বলতে পারো সত্যি বটে
একটু আমি খোঁড়া !
খুঁড়িয়ে হাঁটি কেন জানো ?
শুধু তোমার তরে,

তোমায় পেলে থাকবে না আর
এসো আমার ঘরে—
তুমি এসো আমার ঘরে !
মেয়ে—না না, তাকি হয় !—
ট্যারা চোখে চাও যখনি
লাগে প্রেমের ঘোর,
কাছে এলেই জাগবে অভাব
প্রাণটি যাবে মোর--
ছেলে---ট্যারা ! মিথ্যে কথা ট্যারা নই, তবু-
প্রেম-অমৃত পান করাবো
আর হবে না শেষ ;
মেয়ে—থামাও, চুপ করো, পারবো না—
বলবো নাকো বেশ !—
ছেলে—বুঝেও তুমি বোঝ না হায়
কতোই ভালবাসি……
মেয়ে—পরিমাণটা ? কতো সের ?
মণখানেক নাকি ?—
আমি সুখী হবো—
পরিমাণটা জানাও যদি আসি।
ছেলে—মন ?
আমার এ-মন এমন শুধু
তোমায় ভেবে ভেবে,
তোমার পাশে কখন সখি
আমায় টেনে নেবে—
বলো আমায় টেনে নেবে ?
মেয়ে—এ জনমে হোলো না তা
দুঃখিত তার লাগি,
ছেলে—জীবনে মরণে রবো তোমার
অনুরাগী—
রবো তোমার অনুরাগী
ভালোবাসার শেষ হবে না
বইবে অলখ্‌-ঝোরা,
মেয়ে—এবারে চিনেছি তোমায়
ওগো মনোচোরা
আমরা দুজন বাঁধবো বাসা…
সবাই—ছি ছি ছি… …
ওযে খোঁড়া খোঁড়া খোঁড়া !!

২। সীমার গান

আপন মনে ভরে আছি
আর কিছু চাইনা চাইনা,
তুমি আছ আমার কাছাকাছি
আর কিছু চাইনা চাইনা !
তোমার রঙে রাঙা আমার আকাশ
বাতাস বয়ে আনে তোমার সুবাস
মোর কাননের গন্ধ কুসুম
জাগলো তোমার প্রীতি যাচি !
আর কিছু চাইনা চাইনা…
যেমন ভরা নদী ভাদর দিনে করে ত্বরা
নীল সাগরে কবে দেবে ধরা !
চোখে আঁকে শত সোণার স্বপন
নীল মায়াজালে জড়ালো মন
নীরবে আমি যে তারি মতন
আমার মাঝে তোমায় লভিয়াছি !
আর কিছু চাইনা চাইনা…

৩। সীমার গান

ওগো মধুর, ওগো মধুর ‥
কাণে কাণে গানের ধারায়
পরশ দানে প্রাণেরি সুর !
ওগো মধুর…
হৃদয় আমার বাঁধ মানে না
পেয়েছে তার চিরচেনা
এই অচেনার সাগর তীরে
মিললো দেখা পরাণ-বঁধুর !
ওগো মধুর… …
তোমার ছোঁয়ায় ঘুচ্‌লো আঁধার
টুটলো বিফল বেদন-ধারা,
ওই নয়নের দৃষ্টি-সুধায়
আমার এ মন আপন-হারা !
সকল দিয়ে যায় না তৃষা
দেবার আশা পায় না দিশা
বিনিময়ে চাইনা কিছু—
শুধু দিয়ো মুছিয়া দুর !
ওগো মধুর……

আমাদের পরবর্ত্তী আকর্ষণ !

১। এ, এল, প্রোডাক্‌সনের পরবর্ত্তী নিবেদন

সংকেত

○ পরিচালনা ঃ
অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়

২। বসুমিত্রের চিত্র বিভীষিকা—

ভৈরব মন্ত্র

○ পরিচালনা ঃ মণি ঘোষ

৩। ভারতী ছায়া মন্দিরের—

কড়ি ও কোমল

○ পরিচালনা ঃ বিনয় ব্যানার্জ্জি

এসোসিয়েটেড্ ডিষ্ট্রীবিউটার্স লিঃ এর পক্ষ হইতে শ্রীচুনীলাল বল কর্ত্তৃক সম্পাদিত
ও শ্রীফনীন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং গ্রাসগো প্রিণ্টিং কোং লিঃ,
হইতে মুদ্রিত।

[মূল্য ; দুই আনা]